গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০২.২০১৯(অংশ-১).১৯০ তারিখ: ২৪.১১.২০২০ খ্রি.

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন ও বাতিল সংক্রান্তে ১২.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন ও বাতিল সংক্রান্তে ১২.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে :

| ক্র: নং | পর্যালোচনা | সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|
| ১. | ঢাকা মহানগরীর খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো:আ: লতিফ হাওলাদার এর এম.পি.ও.ভুক্তি প্রসঙ্গে।<br>জনাব আঃ লতিফ হাওলাদার এর আবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, মো: আ: লতিফ হাওলাদার শান্তিবাগ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকায় গত ০৭/০৭/২০০২ ইং তারিখে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে বিধি মোতাবেক এম.পি.ও.ভুক্ত হন এবং ২৮/১১/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তার ইনডেক্স নং-D488482। তিনি উক্ত বিদ্যালয় থেেকে পদত্যাগ করে গত ২৮/১১/২০১৬ তারিখ ছাড়পত্র গ্রহণ করেন। খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে তিনি উক্ত পদে আবেদন করেন।<br>সরকারি বিধি মোতাবেক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান, ডিজি প্রতিনিধি নিয়োগ, নিয়োগ কমিটি গঠন, নিয়োগ কমিটির ফলাফল প্রকাশ ও সুপারিশের আলোকে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি প্রথম স্থান অর্জনকারী মো: আ: লতিফ হাওলাদার কে ২৬/১১/২০১৬ তারিখের ম্যানেজিং কমিটির ৮নং সভায় নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কমিটি গত ২৭.১১.২০১৬ তারিখ প্রধান শিক্ষক পদে ঢাকার খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি উক্ত পদে গত ২৯.১১.২০১৬ তারিখ যোগদান করে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন। অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব অলকা ঘোষও একজন প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি নির্বাচিত হতে পারেননি। জনাব অলকা ঘোষ প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে বিভাগে রীট পিটিশন নং-15401/2016 দাখিল করেন। উক্ত রীট পিটিশনের কারণে জনাব মো: আ: লতিফ হাওলাদার উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে এম.পি.ও.ভুক্ত হতে পারেনি। মাহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশনটি গত ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে খারিজ হয়।<br>মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ নিম্নরুপ:<br>"In the result, the Rule is discharged without any order as to cost."<br>আদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ গত ২/৮/২০১৮ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৯.০১৭.১৭.১৮৯ নং স্মারকে খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব অলকা ঘোষ এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারসহ পত্রে বর্ণিত সুপারিশের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা বোর্ডকে পত্র দেওয়া হয়। উক্ত পত্রের কার্যকারিতা স্থগিত করার জন্য বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মহামান্য হাইকোর্টে ১১০৬০/২০১৮ রীট পিটিশন দাখিল করেন। উক্ত রীট মামলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০২/৮/২০১৮ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭২.৩৯.০১৭.১৭.১৮৯ নং স্মারকের কার্যক্রম বিজ্ঞ | খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আ: লতিফ হাওলাদার এর নিয়োগ যথাযথ হওয়ায় (পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়নপত্র, নিয়োগ পরীক্ষার তুলনামূলক বিবরণী, নিয়োগ অনুমোদনের কার্যবিবরণী, যোগদানপত্র এবং সর্বশেষ বেতন বিলের কপি পরীক্ষা করে) অবসর প্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়েরকৃত রীট খারিজ হওয়ায় এবং রেজুলেশন যথাযথ থাকায় বর্তমানে কর্মরত থাকায় প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আ: লতিফ হাওলাদারকে বিধি মোতাবেক উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে এম.পি.ও. ভুক্তসহ বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হলো। |

| | | |
|---|---|---|
| | আদালত ২৩/০৯/২০১৮ তারিখে ০৬ মাসের জন্য স্থগিত করেন। পরবর্তীতে ১৩/০৩/২০১৯ তারিখে উক্ত পত্রের কার্যক্রম আরও ০৬ মাসের জন্য স্থগিত করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ২৭/০৬/২০১৯ তারিখে ৪৫/ঢাকা/দ:/১০৯৯ নং স্মারকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন যে, খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব অলকা ঘোষ এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বিধি মোতাবেক প্রত্যাহার করা হয়েছে। তিনি বিদ্যালয়ে যোগদান শেষে ১১/১০/২০১৮ তারিখে অবসরে গেছেন।<br>খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগ যথাযথ হওয়ায় (পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়নপত্র, নিয়োগ পরীক্ষার তুলনামূলক বিবরণী, নিয়োগ অনুমোদনের কার্যবিবরণী, যোগদানপত্র এবং সর্বশেষ বেতন বিলের কপি পরীক্ষা করে) অবসর প্রাপ্ত সহকারি প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়েরকৃত রীট খারিজ হওয়ায়, যথাযথ রেজুলেশন থাকায়, বর্তমান কর্মরত প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আ: লতিফ হাওলাদারকে বিধি মোতাবেক উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে এম.পি.ও.ভুক্তসহ বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদান করা যেতে পারে মর্মে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। | |
| ২. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২৯.০১.২০২০ তারিখের ৬৮১/৪জি-৪০০-ম/২০১৪/২৩৮ নং- স্মারকে প্রাপ্ত পত্রটি উপস্থাপন করা হয়।<br><br>বিষয়টি ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলাধীন মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রাহাত জাহান হোসেন এর এম.পি.ও. ভুক্তি প্রসংগে।<br><br>মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য ০৭.০৮.২০০০ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়োগ পরীক্ষায় সহকারী শিক্ষক আনোয়ারা খাতুন (ইনডেক্স নং-৪৮৯৫২৫) ১ম স্থান এবং রাহাত জাহান হোসেন ২য় স্থান অধিকার করে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ একটি শূন্য পদের বিপরীতে দুই জনকে নিয়োগ প্রদান করেন। দুই জনের মধ্যে রাহাত জাহান হোসেন ১৭.০৯.২০০০ তারিখে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। যোগদানকালীন সময়ে রাহাত জাহান হোসেন অতিরিক্ত জনবল হিসাবে কর্মরত ছিলেন। স্কুলটি ঐ সময়ে নন এম.পি.ও.ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল। পরবর্তীতে আনোয়ারা খাতুন (ইনডেক্স নং-৪৮৯৫২৫) এম.পি.ও. ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে ঐ প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদটি শূন্য হয়। ঐ শূন্য পদে নিয়োগের জন্য ০৪.০১.২০১৯ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সে মোতাবেক আনোয়ারা খাতুন সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে এম.পি.ও. ভুক্তির আবেদন করেন। এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়টি এখনও প্রক্রিয়াধীন। উক্ত সহকারী শিক্ষকের পদটি শূন্য হওয়ায় রাহাত জাহান হোসেন এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য আবেদন করেন। উল্লেখ্য, ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে রাহাত জাহান হোসেন নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিল। | ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলাধীন মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রাহাত জাহান হোসেন এর নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল কিনা এবং পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, ডিজির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল কিনা, নিয়োগ পরীক্ষার তুলনামূলক বিবরণী, নিয়োগ অনুমোদনের কার্যবিবরণী, যোগদান পত্র যাচাইসহ তাঁর আবেদনটি বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হলো। |
| ৩. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা কার্যালয়ের ১২.০৯.২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.১২৩.১৮/৩৮০৫ নং- স্মারকে প্রাপ্ত পত্র উপস্থাপন করা হয় ।<br><br>বিষয়টি চট্টগ্রাম জেলার এনায়েত বাজারস্থ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম এর সহকারী লাইব্রেরীয়ান জনাব আফরোজা সুলতানা এর এম.পি.ও.ভুক্তির অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, মহিলা কলেজ চট্টগ্রামে সহকারি লাইব্রেরীয়ান হিসেবে ০১.০১.২০১৭ তারিখ জনাব আফরোজা সুলতানা নিয়োগ প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ১২.০২.২০১৮খ্রি. তারিখ জনাব আফরোজা সুলতানা এর এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য মহাপরিচালকের দপ্তরে আবেদন জমা করেন। প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় উক্ত কর্মচারী ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম হতে একই আইডিতে ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সাইন্সে ২টি সনদ প্রাপ্ত হয়েছেন। মাউশির স্মারক নং-৭জি/৮১/(ক-৩)/০৯/১৪৪৩, তারিখ ১৬/০৫/২০১৮খ্রি. স্মারকে | চট্টগ্রাম জেলার এনায়েত বাজারস্থ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম এর সহকারী লাইব্রেরীয়ান জনাব আফরোজা সুলতানা এর অনুকূলে প্রদত্ত ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সাইন্স সনদটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যথাযথভাবে ইস্যুকৃত হওয়ায়, তাঁর |

| | | |
|---|---|---|
| | পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম বরাবরে জনাব আফরোজা সুলতানা এর একই আইডি নম্বরে ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সাইন্সে ২টি সনদ ইস্যু করার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। বর্ণিত পত্রের প্রেক্ষিতে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন জনাব আফরোজা সুলতানা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে Y073001 আইডিতে ২০০৮ সালে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সাইন্সে পুরানো সিলেবাস অনুযায়ী ২০ ক্রেডিট সম্পন্ন করে সনদ প্রাপ্ত হন। ইউজিসির স্মারক নং ইউজিসি/বে:বি:/২৮৬(০৩)/০৮/১১২৫৪, তারিখ ০৬/১২/২০১৩ মূলে কোর্সটি ৪০ ক্রেডিট করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। ফলে জনাব আফরোজা সুলতানা উক্ত কোর্সে আওতাভূক্তির জন্য পুন:ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ইকুয়েভেলেন্স ও অতিরিক্ত একটি কোর্সসহ তিনি Y073001 আইডিতে ৪০ ক্রেডিট সম্পন্ন করে পূর্বের সনদটির স্থলে নতুন সনদ প্রাপ্ত হন। তাই পূর্বের সনদটি ফেরত দিয়ে নতুন সনদ গ্রহণ করেন। ফলে নতুন Y073001 সনদটি পূর্বের Y073001 সনদটির প্রতি স্থাপিত সনদ হিসেবে বিবেচিত হবে মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যয়ন করেন। উক্ত সনদ অর্জনের প্রেক্ষিতে জনাব আফরোজা সুলতানা এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য আবেদন করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। | অন্যান্য সনদ সঠিক এবং নিয়োগ যথাযথ থাকা সাপেক্ষে তাঁকে এম.পি.ও. ভুক্ত করার সুপারিশ করা হলো। |
| ৪. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা কার্যালয়ের ১৪.০১.২০২০ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৬৬.২০১৮/৭২৪১ নং স্মারকে পত্রটি উপস্থাপন করা হয়।<br><br>বিষয়টি গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন বড়ইবাড়ী এ, কে ইউ ইনষ্টিটিউশন ও কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: সোলায়মান সিকদার এর এম.পি.ও. ভুক্তি প্রসংগে।<br>মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, জনাব মো: সোলায়মান সিকদার বড়ইবাড়ী এ, কে ইউ ইনষ্টিটিউশন ও কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে ১০.০৫.২০১৮ খ্রি: তারিখে যোগদান করেন। তিনি ১৬.০৭.২০১৪ খ্রি: হতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরেজিস্ট্রার/সমমান পদে যোগদান করেন এবং ০৭.০৬.২০১৫ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ০৭.০৪.২০১৫ তারিখে ০১(৭৩০)জাতী: বিশ্ব:/প্রশা:/২০০৩/অংশ-৫/১/২২৮২ স্মারকে জনাব সোলায়মান সিকদার এর বিরুদ্ধে অসদাচারণ, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য, দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা এবং মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর এর অনুমোদন ব্যতিরেকে সিদ্ধান্তমূলক পত্র প্রস্তুত করে ফাইলে উপস্থাপন সংক্রান্তে অভিযোগ আনা হয়। পরবর্তীতে জনাব সোলায়মান সিকদার তার বরখাস্তকরণের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করে জবাব দাখিল করেন। উক্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জুন ২০২০ তারিখের ০২.(২৪১০)/জাতী: বিশ্ব:/ব্যক্তি-২০১৪/১/১৯৭২ নং- স্মারকে তার চাকুরি হতে অবসান ঘটানো হয়। উল্লেখ্য জনাব সোলায়মান সিকদার কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি ০৬.০৯.১৯৯৪ হতে ১৫.০৭.২০১৪ পর্যন্ত মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আদর্শ কলেজ, টাঙ্গাইল এ শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।জনাব সোলায়মান সিকদারের চাকুরির অবসানের আদেশ কার্যকর করা হয় ৮.০৬.২০১৫ তারিখে। পরবর্তীতে তিনি ১০.০৫.২০১৮ তারিখে বড়ইবাড়ী কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন।<br><br>এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তার পূর্ববর্তী কলেজ হতে ইস্তফা প্রদানের তারিখ ১৫.০৭.২০১৫ এবং বর্তমান কলেজে যোগদানের তারিখ ১০.০৫.২০১৮ অর্থাৎ সময়সীমা ০৩ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সর্বোচ্চ ০২ বছর পর্যন্ত বিরতিকাল গ্রহণযোগ্য। জনাব সোলায়মান সিকদার পূর্বতন কলেজ হতে ০৩ বছর আগে ইস্তফা দিয়ে নতুন কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করায় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর বিভাগীয় মামলায় দোষী সাব্যস্থ হয়ে চাকুরি হতে অবসান হওয়ায় তার ইনডেক্স বহাল রাখার কোন সুযোগ নেই এবং বাতিল হয়ে যাওয়া ইনডেক্স ব্যবহার করে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের সুযোগ নেই মর্মে অধিকাংশ সদস্য একমত প্রেষণ করেন। | অধ্যক্ষ জনাব মো: সোলায়মান সিকদার এর চাকুরীর বিরতিকাল ০২ বছরের অধিক হওয়ায় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে বরখাস্ত হওয়ায় গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন বড়ইবাড়ী এ, কে ইউ ইনষ্টিটিউশন ও কলেজের অধ্যক্ষ পদে তাঁর এম.পি.ও. ভুক্তির কোন সুযোগ নেই। |

| | | |
|---|---|---|
| ৫. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা ২৩.০২.২০২০ তারিখের ৪জি/৭০ম/১৪/৪৫১ নং স্মারকে প্রাপ্ত পত্রটি উপস্থাপন করা হলো। বিষয়টি বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন আমলাপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক জনাব বি এম কামরুজ্জামান এর এম.পি.ও. ভুক্তি প্রসংগে।<br><br>মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন আমলাপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে জনাব বি এম কামরুজ্জামান ২২.০৩.২০১৮ তারিখে যোগদান করেন। তিনি ২৮.০৩.২০১৮ তারিখে অনলাইন প্রক্রিয়ায় এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য আবেদন করেন। তার বিএড সনদটি ২০০৭ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইস্যুকৃত হওয়ায় তার এম.পি.ও ভুক্তির আবেদনটি রিজেক্ট হয়ে যায়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব বি এম কামরুজ্জামান বর্তমান বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) পদে এ.বি.জি.কে ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা, কেশবপুর, যশোর এ ০৫.০৪.২০০৪ তারিখে যোগদান করেন এবং ০১.০৯.২০০৪ তারিখে ১১ কোডে ১ম এম.পি.ও ভুক্ত হন। ২০০৭ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি, এড ডিগ্রী অর্জন করেন। উক্ত বি,এড ডিগ্রী অর্জনের প্রেক্ষিতে তিনি ২০০৮সালে ১০ কোডে বেতন ভাতা উত্তোলন করেন। তিনি প্রাক্তন প্রতিষ্ঠানে সর্বশেষ ১০ কোডে বেতন-ভাতা উত্তোলন করেন। শিক্ষকতা পেশায় তার এম.পি.ও ভুক্তির অভিজ্ঞতা ১৫ বছর। জনাব বি এম কামরুজ্জামান ১৫ বছরের এম.পি.ও ভুক্তির অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্তমান বিদ্যালয়ে বিধি মোতাবেক ২২.০৩.২০১৮ তারিখে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। অনলাইন প্রক্রিয়ায় এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য আবেদন করলে তার বিএড সনদটি ২০০৭ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে তার এম.পি.ও ভুক্তির আবেদনটি রিজেক্ট হয়ে যায়। তিনি বর্তমান প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য আবেদন করেন। উল্লেখ্য, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১০২৪২/২০০৬, ৩১৮৯/২০০৮, ৫২৪৮/২০১০, ৯৪০৬/২০১০, ১৪৪৩/২০১১, ১৫০০/২০১১, ৬৭৯৯/২০১১, ৮১৪৪/২০১১, ৮৬৪৭/২০১১, ৯৫১৯/২০১১, ৯৫২৯/২০১২, ১০০০৫/২০১৩ ও ১০৩৯৮/২০১৩ নম্বর মামলায় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত পক্ষে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নয় মর্মে আদেশ প্রদান করেন। সে ক্ষেত্রে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএড সনদ অর্জনের মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদানের সুযোগ নেই। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। | মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে জনাব বি এম কামরুজ্জামান সহকারী প্রধান শিক্ষক এর বি,এড সনদ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইস্যুকৃত বিধায় তাঁর এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ নেই। |
| ৬. | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ১৩.০২.২০১৯ তারিখের ২৭৯/৪জি/৩০৬৮-ম/১৩/৫২৭ নং-স্মারকে প্রাপ্ত পত্রটি উপস্থাপন করা হয়।<br><br>বিষয়টি নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন তকিনগর আইডিয়াল হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মো: হাসানুজ্জামান এবং সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: মাহতাব হোসেন এর বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান সংক্রান্ত।<br><br>মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন তকিনগর আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মো: হাসানুজ্জামান (ইনডেক্স নং-৫৫৮৯৮১)এবং সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: মাহতাব হোসেন (ইনডেক্স নং-৫৬৫৬২৩) এর চাকুরীর বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।<br>জনাব মো: হাসানুজ্জামান ১৪.০৬.২০০১ তারিখে এবং জনাব মো: মাহতাব হোসেন ১২.০৬.২০০২ তারিখে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে এম.পি.ও. ভুক্ত হয়ে চাকুরী করতে থাকেন। কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগ না করলেও কে বা কাহারা তাদের পদত্যাগপত্র দেখিয়ে নভেম্বর-২০১২ মাসের এম.পি.ও. তে তাদের নাম কর্তন করে দেন। পরবর্তীতে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগ করা বা এম.পি.ও.থেকে | বর্ণিত শিক্ষকদ্বয় ২০১২-২০১৬ সাল পর্যন্ত উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেছেন কিনা? বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক এবং সভাপতি এ বিষয়ে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শিক্ষক কর্মচারীদের মতামত গ্রহণ করতে হবে মর্মে সুপারিশ করা হলো। |

| | | |
|---|---|---|
| | নাম কর্তনের বিষয়ে তদন্ত করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে তাদের বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে উল্লিখিত শিক্ষকদ্বয়ের প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগের বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০২.২০০৮ (অংশ-২)/খন্ড-১).২০১০.৬৭১, তারিখ: ২৮.১২.২০১৬ খ্রি: মোতাবেক উল্লিখিত শিক্ষকদ্বয়কে বকেয়া ব্যতীত পুন: এম.পি.ও. ভুক্ত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে মে ২০১৭ মাসের এম.পি.ও. তে বকেয়া ব্যতীত তাদেরকে পুন: এম.পি.ও. ভুক্তি করা হয়।<br>সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চ) জনাব মো: হাসানুজ্জামান (ইনডেক্স নং-৫৫৮৯৮১) এবং সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: মাহতাব হোসেন (ইনডেক্স নং-৫৬৫৬২৩) এর দাবীকৃত (নভেম্বর-২০১২ হতে মার্চ-২০১৭ পর্যন্ত) বকেয়া বেতন-ভাতাদি বাবদ ১৬,০০৭৮০/- (ষোল লক্ষ সাতশত আশি)টাকা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সদয় পরবর্তী সিদ্ধান্ত কামনা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিবেদন দাখিল করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। | |

০২. এমতাবস্থায়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন ও বাতিল সংক্রান্তে ১২.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

28/12/2020

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৫১৭
ই-মেইল: ds.mpo@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ----------।
৭. জনাব ----------।
৮. অফিস কপি।